তারিখ 11 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

যুগান্তর

মো. সিদ্দিকুর রহমান

পুল ও আইসিটি শিক্ষকরা কি ঈদে আনন্দবঞ্চিতই থাকবেন?

জঙ্গি হামলার কারণে দেশে গত ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হয়েছিল আতঙ্কময় এক পরিবেশে। এর রেশ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। এরই মধ্যে উপনীত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা। ইসলাম ধর্মের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ঈদ। এ উৎসবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সব ভেদাভেদ ভুলে ঈদের নামাজ এক কাতারে পালন করে। পরস্পর কোলাকুলির মাধ্যমে সব ভেদাভেদ ভুলে যায়। ইসলাম শান্তির ধর্ম। কোনো রকম অশান্তি ইসলাম সমর্থন করে না। কোনো ধরনের খুন বা অন্য ধর্মের ওপর অত্যাচার ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মে স্বীকৃত নয়। এ অপকর্ম সব ধর্মেই মহাপাপ হিসেবে চিহ্নিত। কোনো বিবেকবান মানুষ সন্ত্রাস বা মানুষ খুনের মতো অপকর্ম করতে পারে না। একমাত্র বিবেকবর্জিত মানুষই এসব অপকর্ম করে থাকে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যেমন সব শ্রেণী-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, আজকের দিনে পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায়, গ্রামে-গঞ্জে জঙ্গি নির্মূলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রাথমিক, উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষকরা দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে গ্রাম-গঞ্জ, শহর— সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তারা জঙ্গিবাদবিরোধী কাজে জনগণকে সচেতন করাসহ জঙ্গি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আশা করি, শিক্ষক সমাজ আজ দেশের ক্রান্তিলগ্নে এগিয়ে আসবে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময়েও বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় দেশে ব্যাপকভাবে সুনাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতাবিরোধী তথা জঙ্গি তৈরির কারখানা হিসেবে পরিণত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি নজরদারি জরুরি হয়ে পড়েছে।

শিক্ষা তথা শিক্ষকদের সমস্যা নিরসনে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাবিদসহ সচেতন মানুষ শিক্ষা বাজেটে যথাযথ বরাদ্দের দাবি জানিয়ে আসছেন। এ দাবি যেন অর্থ মন্ত্রণালয় তথা সংশ্লিষ্টদের কাছে করুণা ভিক্ষার মতো। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত কিছু উন্নয়ন, বিনা মূল্যে বই বিতরণের সাহসী পদক্ষেপের সফলতা অনেকটাই ম্লান হয়ে যাচ্ছে অব্যবস্থাপনার কারণে। শিক্ষক সংকট, নোট-গাইডের ব্যবহার, কোচিংনির্ভর শিক্ষা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষক জাতি গড়ার কারিগর। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করার জ্ঞান সংশ্লিষ্টদের মাঝ থেকে যেন হারিয়ে যাচ্ছে। তারা বিষয়টিকে এড়িয়ে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও নানা অনৈতিক কাজে ঠেলে দিচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক শিশু-কিশোরদের। শিক্ষকদের প্রতি অমানবিক কর্মকাণ্ড তাদের হৃদয়ে পাথরসম স্থান পেয়েছে। এ পাথর সরানোর বা নিশ্চিহ্ন করার উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। আর একশ্রেণীর লুটেরা সরকারি সম্পদ, ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ করে সম্পদের পাহাড় বানাচ্ছে। এ দৃশ্য মেনে নেয়া কষ্টকর। নন-এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ, আইসিটি ও প্রাথমিকের পুল শিক্ষকরা অর্থের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তারা ঈদের আনন্দের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিপুলসংখ্যক নন-এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজসহ আইসিটি শিক্ষক এবং প্রাথমিকের পুল শিক্ষকদের স্থায়ী পদে নিয়োগসহ এমপিওভুক্তকরণের বরাদ্দ বাজেটে স্থান পায়নি। স্থান পেয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন প্রায় দ্বিগুণ করার টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০১১ সালের এক বিশেষ পরিপত্র মোতাবেক ১ হাজার ২৪৪ জন আইসিটি শিক্ষকের এমপিও বন্ধ। প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ২ থেকে ৩ হাজার টাকাই তাদের একমাত্র ভরসা। মানবেতর জীবনযাপন ছাড়া তাদের কিছুই করার নেই। সরকারের কাছে এমপিওভুক্তির দাবি করা যেন অরণ্যে রোদন। আনন্দহীন ঈদ ও দুঃখ-বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকাই যেন তাদের অদৃষ্ট। প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়কে আবশ্যিক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে ওই বিষয়ের শিক্ষকরা সংশ্লিষ্টদের কাছে অনাবশ্যক! অথচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইসিটি শিক্ষক ছাড়া মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের কার্যক্রম অচল।

শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি করার আন্দোলনে প্রায়ই শিক্ষার্থীদের শ্রেণীর কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এতে কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হচ্ছে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন। আইসিটি শিক্ষকরা কি এ সমাজ ও দেশের বোঝা? তাদের কি পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার এবং ঈদের আনন্দ উপভোগের অধিকার নেই? আইসিটি শিক্ষকরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম কারিগর। তাদের অবহেলিত রাখলে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্নের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হবে। এ মহাসত্যটি সংশ্লিষ্টদের কবে উপলব্ধিতে আসবে? আইসিটি শিক্ষকরা অন্য শিক্ষকদের মতো সমাজে বেঁচে থাকতে চান সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে। বেঁচে থাকার দাবি করুণা প্রার্থনা নয়। এটি তাদের অধিকার।

মানবেতর জীবনযাপন করে আসছেন প্রাথমিকের ১৫ হাজারের অধিক পুল শিক্ষকও। দীর্ঘ প্রায় একযুগ আগে ইডিপি-২ প্রকল্পে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে পুল শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। এ জন্য ওই প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ওই প্রকল্পে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দিয়ে একযুগ আগে দৈনিক ২০০ টাকা করে ভাতা প্রদানের প্রস্তাব দেয়া হয়। অথচ দীর্ঘ একযুগ পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো সমযোগ্যতা চেয়ে নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে পুল শিক্ষক নিয়োগদান করা হয়। অথচ ভাতা রাখা হয় একযুগ আগের ২০০ টাকা। এই মেধাবী পুল শিক্ষকদের সব সুবিধাবঞ্চিত করে দৈনিক ভিত্তিতে মাত্র ২০০ টাকা ভাতা প্রদান করা সরকারের নির্মম পরিহাস। দেশের মাঠে-ঘাটে কর্মরত শ্রমিকের দৈনিক মজুরি কমপক্ষে ৫০০ টাকা। প্রাথমিকের পুল শিক্ষকরা সুপ্রিমকোর্টে দেশের সব প্রাথমিক শিক্ষকের মতো নিয়োগদানের জন্য রিট করেছিলেন। শিক্ষকদের আবেদন অনুযায়ী আদালত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রায় প্রদান করেন। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের সময়ক্ষেপণ মোটেই কাম্য নয়।

নন-এমপিও, আইসিটি ও পুল শিক্ষকদের বেদনার কথা লিখতে গিয়ে খ্যাতনামা লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত 'পাদটিকা' গল্পের পণ্ডিত মহাশয়ের স্মৃতি মনে ভেসে উঠল। পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, 'বল তো দেখি লাট সাহেবের কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের যদি তিনটি ঠ্যাং থাকে তবে প্রতি ঠ্যাংয়ের জন্য কত টাকা খরচ হয়?' ছাত্ররা উত্তরে বলল, '২৫ টাকা।' তারপর পণ্ডিত মহাশয় বললেন, 'উত্তম উত্তর। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধমাতা, তিন কন্যা, বিধবা, পিসি, দাসী একুনে আটজন। আমাদের সবার জীবন ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা।' ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'এ ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের কয়টা ঠ্যাংয়ের সমান?' পুরো শ্রেণীর ছাত্ররা মাথা নিচু করে বসে রইল। সব ক্লাস নিস্তব্ধ। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ লজ্জা, তিক্ততা ও ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেছে। ক্লাসের সব ছাত্র বুঝতে পেরেছে, কেউ বাদ যায়নি। পণ্ডিত মহাশয় আত্মঅবমাননার কী নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মেখেছেন আমাদের সাক্ষী রেখে। পণ্ডিত মহাশয় যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। এই নিস্তব্ধতার স্মৃতি আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি। সৈয়দ মুজতবা আলী যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে নন-এমপিও, আইসিটি ও পুল শিক্ষকদের নিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবেতরভাবে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা কীভাবে বর্ণনা করতেন জানি না। সংশ্লিষ্টরা তথা প্রধানমন্ত্রীসহ দেশের সুধী সমাজ শিক্ষকদের মানবেতর জীবনযাপনের যন্ত্রণা কতটুকু নিজেদের অঙ্গে মাখবে? পণ্ডিত মহাশয়ের মতো শিক্ষক সমাজও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

আজকের দিনে প্রাথমিকে সহকারীদের মর্যাদা ও বেতন স্কেল থার্ড ক্লাস। জাতির বিবেক আজ নিশ্চুপ। বিশ্বের সব দেশের শিক্ষকদের মর্যাদা প্রথম শ্রেণীর। আর এই স্বাধীন দেশের শিক্ষক সমাজ অবহেলিত। শিক্ষক সমাজকে মর্যাদা ও আর্থিক কষ্টে রেখে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন বিঘ্নিত হবে। জাতি গড়ার কারিগররা মর্যাদা নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করুন। ঈদের অনাবিল আনন্দ বিরাজ করুক তাদের মনে। এ শুভ কামনায়।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com